গত ২৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	ঃ	০৮-০৩-২০১৬ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১১ টা

২.০ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হল।

৩.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। গত ২৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	(ক) আইএমটি ও টিটিসমূহ ২০১৬ সালের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও গ্যান্ট চার্ট মুদ্রণ করে বিএমইটি-তে প্রেরণ করেছে এবং তা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও গ্যান্ট চার্ট বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। (খ) ২২টি মন্ত্রণালয় তাঁদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এনএসডিসি সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যৌথভাবে TVET প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের জন্য জরীপ করেছে। উক্ত জরীপের প্রতিবেদন এ মাসে প্রকাশিত হবে এবং প্রতিবেদনটি পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সহজতর হবে।	১। NSDC সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে জরীপ প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে।	১। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ২। বিএমইটি ৩। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২.	বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	(ক) আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Domestic work, Caregiving, Electrical ও Construction ট্রেডসমূহে Trade Specific English এবং Arabic Language এর উপর Decent Work প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় প্রস্তুতকৃত Mannuals, Booklet, Audio visual DVD এবং MP3 Tools ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টিটিসিসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। (খ) ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে City & Guilds এর মাধ্যমে হোটেল, হাউজ কিপিং এর উপর TOT সম্পন্ন হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা খুব শীঘ্রই আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হবে। বিকেটিটিসি, ঢাকা, বিজিটিটিসি, টিটিসি রংপুর, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	১। চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা যাচাইপূর্বক নতুন নতুন টেড্রে কোর্স চালু করতে হবে। ২। বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহে সে দেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সাথে সংগতিপূর্বক প্রশিক্ষণ কোর্সের চাহিদা পাঠাবে।	১। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ২। বিএমইটি
৩.	বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে মোট ৪৩৯টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম পর্যায়ে "দেশের ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৪-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে উপজেলাসমূহে আরও ৪০টি টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে আর একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে	দেশের যুবশক্তিকে কর্মোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ ২। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ৩। বিএমইটি ৪। শ্রমবাজার গবেষণা সেল

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td></td><td>প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলায় নির্মাণ করা হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবশক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।</td><td>সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।</td><td>বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। এ লক্ষ্যে ডিইএমও অফিসসমূহে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৬-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সকল জেলা তথ্য অফিসার বরাবর ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশেস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনামূলক বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো হতে প্রাপ্ত ০২ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারী বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>১। অবৈধ অভিবাসনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারনা চালানোর উপযোগী থিম প্রস্তুত করতে হবে।
২। DEMO অফিসসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও নিবিড় করতে হবে এবং সম্পাদিত hotspot programme এর মাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৩। মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রচার/প্রচারনা খাতের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪। প্রচার/প্রচারণার জন্য একটি পৃথক প্রকল্প নেয়া যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।</td><td>১। মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
২। বিএমইটি
৩। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৪। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৫। বোয়েসেল
৬। পরিকল্পনা অনুবিভাগ</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>বোয়েসেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গৃহীত সার্ভিস চার্জ এর মাধ্যমে জুলাই হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫,৮৯২ জন কর্মী বিভিন্ন দেশে গমন করেছে।
<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>সার্ভিস চার্জ</th><th>কর্মী সংখ্যা</th><th>দেশের নাম</th></tr>
<tr><td>১</td><td>৬০,০০০/- (পেশাজীবী)</td><td>০৮ জন</td><td>মালদ্বীপ ও ওমান</td></tr>
<tr><td>২</td><td>১০,০০০/- (মহিলা গার্মেন্টস কর্মী)</td><td>৪,২৩৭ জন</td><td>জর্ডান</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>১৬,০০০/- (অদক্ষ কর্মী)</td><td>১,৪৩২ জন</td><td>দক্ষিণ কোরিয়া</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>১৭,০০০/- (অদক্ষ কর্মী)</td><td>১২৮ জন</td><td>বাহরাইন</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>২০,০০০/- (টেকনিশিয়ান)</td><td>১১০ জন</td><td>জর্ডান</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>৫,৯১৫ জন</td><td></td></tr>
</table></td><td>১। অভিবাসন ব্যয় কমানোর জন্য গৃহীত উদ্যোগ আরও জোরদার করতে হবে।</td><td>১। কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার গবেষণা অনুবিভাগ
২। কর্মসংস্থান ও পলিসি অনুবিভাগ
৩। বিএমইটি
৪। বোয়েসেল</td></tr>
<tr><td>৭.</td><td>প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে</td><td>প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি লাভের বিষয়ে উক্ত ব্যাংকটিকে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরের লক্ষ্যে গত ১৬-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাব</td><td>প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি লাভের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>১। সংস্থা অনুবিভাগ
২। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	উক্ত ব্যাংকের ৩২তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আইন সংশোধন না করে ব্যাংকটিকে বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করার বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে মর্মে জানান। এজন্য তিনি চেয়ারম্যান মহোদয়কে বোর্ড সভায় উপস্থাপিত আইন সংশোধনের মেমোটি স্থগিত করার অনুরোধ করায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয় মেমোটি স্থগিত করেন। উল্লেখ্য, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বিদ্যমান পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা থেকে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নিত করার জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করে। সে অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়। শর্তসূমহ ঃ (ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ট্রাস্ট ব্যাংকের ন্যায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে পদাধিকার বলে ব্যাংকের চেয়ারম্যান করা এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/প্রতাষ্ঠান থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা। (খ) পুঁজি বাজারে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয় করে যতদ্রুত সম্ভব উক্ত টাকা বোর্ডকে পরিশোধের ব্যবস্থা করা। (গ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নামে সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্যোক্তা শেয়ার প্রদান করা। (ঘ) যতদিন এ কার্যক্রম গ্রহণ না হবে ততদিন পর্যন্ত টাকা হস্তান্তরের তারিখ হতে ব্যাংক রেটে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে মুনাফা প্রদান করা। (ঙ) উপরোক্ত বিষয়ে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা।		
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	এ বিষয়ে "সৌদি আরবে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত ৯টি স্কুল ও কলেজের ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়। দ্রুত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বিএমইটি'কে বলা হয়েছে।	সৌদি আরবে স্কুল ও কলেজের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	১। বিএমইটি ২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান শ্রমবাজারের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের উপায় খুজে বের করে সমাধানের কর্মপন্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে মার্চ, ২০১৩ সালে বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত সেলটি প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য পাইলটিং করা হয় এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৩,৪২,৫০,০০০/- (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় এবং অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে প্রাথমিকভাবে ৭১,১০,০০০/- (একাত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেলটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ, স্থান সংকুলান এবং অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শ্রমবাজার গবেষণা সেলে সম্প্রতি ০১ জন উপসচিব এবং ০২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়পূর্বক সেলটি গতিশীল করতে হবে।	১। কর্মসংস্থান অনুবিভাগ ২। শ্রমবাজার গবেষণা সেল

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		পদায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এর পক্ষ হতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০১ জন কনসালটেন্ট ০৪ মাসের জন্য খন্ডখালীন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি সেলটি কার্যকরভাবে চালুকরণে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছেন।		
১০.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত		

৪.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(জাবেদ আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।